রমিজ নীতির ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য

আত্মার ভুল সংশোধন পূর্বক মুক্তি সাধনঃ

আত্মার ভুলের জন্যই মানবাত্মা পৃথিবীতে বার বার জন্ম নিয়ে আসে। জন্মরোধ করার জন্যই ভক্তগণ সদ্‌গুরুর মাধ্যমে আজীবন অবিরত আধ্যাত্মিক কর্মসাধন করেন। জন্মরোধ করাই হচ্ছে আত্মার মুক্তি। একজন সত্য সন্ধানকারী ভক্ত তাঁর জীবনে যত পাপ করেছেন তা অকুণ্ঠ চিত্তে তার সদ্‌গুরুর নিকট প্রকাশ করতঃ পুনরায় পাপ না করার অঙ্গীকারসহ গুরু প্রদত্ত অবশ্য করণীয় কর্মসমূহ সাধন করতে হবে।

সাধন কার্যের মূল বিষয় হবে **"অনুতাপ"**। প্রকৃত অনুতাপ-ই মনের যাবতীয় আবর্জনা *(ষড়রিপু ও অন্যান্য পাপ)* দূর করতে পারে। অনুতাপ দ্বারা চোখের জলে স্রষ্টার কাছে সর্বদা ক্ষমা প্রর্থনা করতে হবে।

মহাজনের কথা মনে রাখতে হবে যে-

"পাপ করে অনুতাপ করে সেই জন
সাধনা হইতে শ্রেষ্ঠ বলে মহাজন"

এ বিষয়ে গুরু রমিজ বলেছেন-

"ত্রিবেণীর ঘাটে যেবা নিত্য স্নান করে
কোটি কোটি পাপে তারে গ্রাসিতে না পারে।
হৃদয় ত্রিবেণী নদী ঘাট হল তার আঁখি
সেই জলেতে স্নান কর স্রষ্টা তোমার সাক্ষী"

এখানে গুরু রমিজ পাপ নাশ করার জন্য হৃদয়োদ্ভুত অনুতাপের মাধ্যমে স্বীয় চোখের জল দ্বারা স্নাত হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

ভাবুকজন ভাবের মাধ্যমে স্রষ্টার নিকট চোখের জল নির্গত করে সর্ব প্রকার পাপ মুক্তির আবেদন করে থাকেন।

অহরহ চোখের জল দ্বারা পাপ হতে বিরত থাকা বা পাপ নাশ করার নিমিত্তে স্রষ্টার নিকট আর্তনাদ করার জন্য মহাগুরু রমিজ তাঁর অনেক বাণী ও সিদ্ধবাক্যে ভক্তদেরকে আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন।

গুরু রমিজ বিশিষ্ট ভাববাদী ছিলেন। তাঁর মতবাদ মতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আত্মিক কান্না ও চোখের জল মানবের সকল মলিনতা দূর করতঃ অনন্তের সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। তবেই মানুষ, আত্মার ভুল সংশোধন পূর্বক পাবে মুক্তির সন্ধান।